সংবাদ

তারিখ 07 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা : শনিবার ২৪ চৈত্র ১৪১৩
Dhaka : Saturday 7 April 2007

সম্পাদকীয়

সব ধরনের বিকৃতির আবর্জনা থেকে মুক্ত হোক আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরা

স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ লক্ষ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে যে বিকৃতিগুলো রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিকৃতিগুলো যে পরিকল্পিত এবং খুবই গুরুতর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী বলেছেন, বিকৃতিগুলো দ্রুত সংশোধন করা হবে এবং পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগকে শুধু সময়োপযোগী বলাই যথেষ্ট নয়, এটা তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আমাদের জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমরা এ উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই এবং সাফল্য কামনা করি। আমরা মনে করি, শুধু পাঠ্যপুস্তককে বিকৃতি মুক্ত করলেই চলবে না, একই সঙ্গে আবর্জনামুক্ত করতে হবে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নিয়োজিত একদল তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যেভাবে আমাদের পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিকৃত করেছে তার তুলনা চলে কেবল পুষ্পোদ্যানে একপাল বন্যহাতির তাণ্ডবের সঙ্গে। এ ধরনের আত্মঘাতী কাজ কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সজ্ঞানে করা সম্ভব তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মনে প্রশ্ন জাগে, এরা কি প্রকৃতই মানুষ না ছদ্মবেশী দানব? দানব না হলে নিজের বীরত্বময় গৌরবগাথাকে, নিজের পিতৃপরিচয়কে কেউ বিকৃত বা ধ্বংস করে কীভাবে? জাতির বর্তমানকে তো বটেই, একই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও যারা সুপরিকল্পিতভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিতে চেয়েছিল সেসব উন্মাদকে অবিলম্বে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত বলে আমরা মনে করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসা মাত্র আট মাসের মধ্যে স্কুল-কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও বাংলা বই থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাল্টে ফেলা হয়। এসব পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার ঘোষক আখ্যায়িত করে জিয়াউর রহমানকে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, পাঠ্যবই থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসের বর্বর ভূমিকা মুছে ফেলা এবং জাতীয় নেতাদের জীবনী বর্ণনায় মরহুম জিয়াউর রহমানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া এবং স্বাধীনতার মূল স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সবার চেয়ে কম গুরুত্ব দেয়া।

পাঠ্যবই শুধু নয়, পাল্টে ফেলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও। বিএনপি-জামায়াতের গত পাঁচ বছরের শাসনকালে মুক্তিযুদ্ধসম্পর্কিত কোনকিছুই রক্ষা পায়নি তাদের তাণ্ডব থেকে। আলবদর, আলশামস প্রভৃতি নামধারী জামায়াতের ঘাতক বাহিনী একাত্তরে যেভাবে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, একই রকম হিংস্রতা নিয়ে তারা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে। সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল এই কাজে। জাতির অস্তিত্বই উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল তারা। আমাদের সৌভাগ্য, তাদের সেই অপচেষ্টা বেশিদূর এগোতে পারেনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদিকে মনোযোগ দিয়েছে এটাও পুরো জাতির জন্য খুবই স্বস্তিকর একটি সংবাদ। আমরা জানি, অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকার হিসেবে এ মুহূর্তে তাদের অগ্রাধিকার তালিকা নানা গুরুতর বিষয়ে ঠাসা। সেখানে তিল ধারণের ঠাঁইও থাকার কথা নয়। এরপরও তাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি থেকে পাঠ্যবই শুধু নয়, বরং আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করার বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। কারণ এর সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব জড়িত। জড়িত পুরো জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দুঃসাহস যারা দেখিয়েছে তারা যেন ক্ষমা না পায় সেটাও নিশ্চিত করা জরুরি।